আমেরিকান নওমুসলিমদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

আমেরিকান নওমুসলিমদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

আমেরিকান নওমুসলিমদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী

রচনা	মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
প্রথম রাহনুমা প্রকাশ	মার্চ ২০১৭
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
বানান ও ভাষারীতি	উমেদ
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০।
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৬০/- (একশো ষাট টাকা মাত্র)

AMERICAN NOWMUSLIMDER EMANDIPTO KAHINI
Writer: Muhammad Jaynul Abidin. Published by: Rahnuma Prokashoni.
Price: Tk. 160.00, US $ 8.00 only.

ISBN 978-984-92212-8-9
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

মাওলানা কালিম সিদ্দিকীর হাতে—
যে হাত ধরে হাঁটছে লক্ষ নওমুসলিমের কাফেলা—
তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে।
আল্লাহ! তুমি এই কাফেলাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
করো। রক্ষা করো সব রকমের আপদ-বিপদ থেকে।
তুমিই তাদের একমাত্র ভরসা।

–আবিদীন

ভূমিকা

আমেরিকা বর্তমান বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোড়ল! পুরো পৃথিবী আমেরিকার ইশারায় ওঠবস করে—এমনটাই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। আর আমেরিকা মনে করে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলাম ও মুসলমান। তাই আমেরিকাকে দাপটের সঙ্গে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ইসলামকে ঠেকাতে হবে, দমিয়ে রাখতে হবে মুসলিম জাতিকে। সুতরাং নারীস্বাধীনতা ও জঙ্গিবাদের নাটক সাজিয়ে মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করো ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে। গণতন্ত্রের গান গেয়ে গেয়ে মুসলমান খুন করো আফগানিস্তানে, ইরাকে, মিশরে, সমূহ আরব অঞ্চলে। ইসরায়েলকে বাঁচিয়ে রাখো মুসলমানদের হত্যা করবার জন্যে। আমেরিকা আজ সারা পৃথিবীর ত্রাস।

আল্লাহর কুদরত! যে আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নিয়মিত যুদ্ধ করে যাচ্ছে দেশে দেশে—সে আমেরিকাতেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে নওমুসলিমদের আলোকিত কাফেলা। সবিশেষ টুইন-টাওয়ারের জঘন্য নাটক যেন এই কাফেলাকে দান করেছে বাতাসের গতি। বিশেষ করে নারীবাদের নাম করে যখন প্রচার করা হচ্ছে—ইসলাম নারীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে—তখন এক জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকায় প্রতি একজন পুরুষ নওমুসলিমের বিপরীতে চারজন নারী ইসলাম কবুল করছেন। কালেভদ্রে তাদের কারও কারও ইসলাম কবুলের ঘটনা মিডিয়াতেও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে তা বাস্তবতার তুলনায় একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এমন কয়েকজন ভাগ্যবানের ভাগ্যবদলের গল্প পত্রস্থ হয়েছে।

দুই.

বইয়ে পত্রস্থ কাহিনীগুলোর কিছু আমি বিভিন্ন পত্রিকার সূত্রে লিখেছি *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানে* চাকরিরত কালে। পরে আমেরিকা-প্রবাসী ড. ইমতিয়াজ আহমদ সাহেবের একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা হাতে পাই একই বিষয়ে। সেটাও অনুবাদ করি এবং যথারীতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমগোত্রীয় বলে এখানে একই মলাটে গ্রন্থবন্ধ করেছি আমরা সবগুলো লেখা। পার্থক্য করার জন্যে ড. ইমতিয়াজ সাহেবের লেখাগুলো প্রথম অধ্যায়ে রেখেছি আর অন্যগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

রাহনুমা এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে দীর্ঘ বিরতির পর। আল্লাহ এর লেখক প্রকাশকসহ সহযোগী সকলকে নওমুসলিমদের মতো তাজা ঈমান নসীব করুন। আমীন।

দুআর মোহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
১৮.১২.১৬
ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আবদুল্লাহ

একজন আমেরিকান সৈনিকের ইসলামগ্রহণ—১৩

জেমস আবীবা (James Abiba)

এক নাবালক স্কুলছাত্রের বিস্ময়কর ইসলামপ্রীতি—২২

কেথি (Khaty)

নওমুসলিম স্ত্রী-স্বামীর জন্যে রহমত—২৮

রায়হানা (Rehana)

নানা-নানির ওপর মুসলিম শিশুর প্রভাব—৩১

ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ

একজন আমেরিকান বীর মুসলিম—৩৭

সুজান (Suzan)

কিশোরদের দীনি প্রেরণা—৪২

ড. নাজ্রাত

একজন হিন্দু ডক্টরের ইসলামগ্রহণ ও দীনের প্রতি বিস্ময়কর সমর্পণ—৪৭

জেম (jim)

বৌদ্ধধর্মের গার্লফ্রেন্ডও হলো মুসলমান—৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছ'বছরের শিশুর অলৌকিকভাবে ইসলামগ্রহণ—৬১

একজন আমেরিকান
নওমুসলিমের বিস্ময়কর ঈমান—৬৪
এক জার্মান চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইসলামগ্রহণের পর
ইসলাম, যেখানে রয়েছে জীবনের আশ্বাস—৬৭
যায়েদ মুহাম্মদ
হজের আলোকময় দৃশ্য আমাকে মুসলমান করেছে—৭৩
মুহাম্মদ ঈসা
আমি ইসলামকে তুলে ধরব আমার জীবন আরশীতে—৭৭
হারুন সিলারভ
মুক্তির পথে হেঁটে চলেছি...—৭৯
ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক—
কুরআনের একটি আয়াত বদলে দিয়েছে আমার জীবন—৮৮
ইসলামগ্রহণের পর এক চীনা তরুণী
আমি মনযিল খুঁজে পেয়েছি কুরআনের আলোয়—৯৩
আমেরিকান সাংবাদিক সামবীল কোল
পর্দা এবং আমার বোনের ইসলামগ্রহণ—৯৯
কারীমা বার্নাস
আরবী বর্ণমালার শিল্পরূপ আমাকে টেনে এনেছে
ইসলামের আলোকিত ভুবনে—১০৪
মাইকেল জ্যাকসনের ভাই
জারমিন জ্যাকসন—১১০
পশ্চিমা পপ সংগীতের বিশ্বনন্দিত তারকা
মাইকেল জ্যাকসনের ইসলামগ্রহণ—১১৬
সারা
একজন আমেরিকান নওমুসলিম বালিকা—১২১

আমেরিকান নওমুসলিমদের
ঈমানদীপ্ত কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

আবদুল্লাহ

একজন আমেরিকান সৈনিকের ইসলামগ্রহণ

আবদুল্লাহর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর হবে। সে সবেমাত্র হাই স্কুলের শিক্ষা শেষ করে আমেরিকান আর্মিতে ভর্তি হয়েছে। সেখানে ভর্তি হওয়ার পর সে কিছু টেকনিক্যাল কাজ শিখে নিয়েছে। এখন সে আর্মি থেকে ডিসচার্জ হয়ে পুরোনো ফটোস্ট্যাট এবং ফ্যাক্স মেশিনের একটি ওয়ার্কশপ দিয়েছে। তাতে তার এবং তার বিবি-বাচ্চাদের জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

তাঁর ইসলামগ্রহণের বিষয়টি যেমন চমৎকার তারচেয়ে অধিক চমৎকার তার ইসলামী আমল-আখলাক চিন্তা-ভাবনা এবং আচরণের উচ্চতা ও পরিচ্ছন্নতা! তাঁর এই নতুন জীবন আমাদের পথ চলার প্রদীপ।

১৯৯০-এ ইরাক যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ সৌদি আরব এসেছিলেন আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে এবং যুদ্ধের সময়টা তিনি সৌদি আরব কাটান। ঠিক সেই সময়কারই একটি ঘটনা! আবদুল্লাহ কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার জন্যে বাজারে গিয়েছিলেন। একটি দোকানে তার পছন্দের সদাইপাতির দাম-দস্তুর ঠিক করেছেন। মূল্য পরিশোধ করতে যাবেন আর ঠিক তখনই নিকটস্থ একটি মসজিদ থেকে ভেসে এল আযানের সুর! আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার...।

আযানের ধ্বনি কানে পড়তেই দোকানদার মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুধু 'ব্যস' শব্দটি উচ্চারণ করে দ্রুত দোকান বন্ধ করে মসজিদে চলে গেল।

আবদুল্লাহ সাহেবের বক্তব্য হলো, আমি তার আচরণে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। আমি বুঝতেই পারছিলাম না, আমি সদাইপাতির দামদস্তুর ঠিক করে ফেলেছি। মূল্য আদায় করতে যাচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে মূল্য গ্রহণ না করার কারণ কী হতে পারে? মূল্য আদায় করতে তো সকলেই চায়! বিশেষ করে প্রতিটি ব্যবসায়ীর টার্গেট তো এটাই! আবদুল্লাহ সাহেবের জীবনে এমন কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়নি, যে ব্যক্তি পয়সা আদায়ের ক্ষেত্রে অমনোযোগী; বরং তার অভিজ্ঞতা হলো, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই অর্থের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ! তাই তার কাছে আজকের ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর মনে হলো। তার ভেতরে যেন বিস্ময়ের কঠিন দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। অবশেষে আবদুল্লাহ ভাবতে শুরু করলেন, এই ধর্মটা আসলে কী? মুয়াযযিনের আযান শুনতেই দোকানপাট ছেড়ে সকলেই ছুটে যায় মসজিদে, একই সঙ্গে একই সময়ে!

আবদুল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। ইসলামের বিরল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে তার অনুসন্ধান শুরু হলো। তার মনে চিন্তার অনুসন্ধানের একটা স্থায়ী চৌকি বসে পড়ল যেন।

অবশেষে যুদ্ধ থেমে গেল। দেশে ফিরে গিয়ে আবদুল্লাহ বসবাস শুরু করেন নিউইয়র্কে এবং ধীরে ধীরে ইসলাম সম্পর্কে তার জানার পরিধি বাড়তে থাকে। ইসলামের এক আল্লাহর ইবাদত তাকে খুবই আলোড়িত করল। একত্ববাদের এই দর্শন তার খুবই ভালো লাগল! যেহেতু আবদুল্লাহর মূল সম্পর্ক আফ্রিকার সঙ্গে তাই তিনি ভালো জানতেন সাম্যের মূল্য! ইসলামের এই সাম্যবিধান তাকে খুব টানে।

তার এই ভালোলাগা অবশেষে তাকে সমর্পণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণ করলেন আবদুল্লাহ। এটা তার সৌভাগ্য, তার অঞ্চলেই তিনি একজন ভালো শিক্ষক পেয়ে গেলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে তিনি শুধু ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই নয়, সঙ্গে পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতও শিখে নেন।

আবদুল্লাহ যখন আর্মির চাকরি ছেড়ে পেশাগত কাজে ভিরাইটে স্থানান্তরিত হন তখনই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তার সঙ্গে অধিকাংশ সময় দেখা হতো নামাযে মসজিদে। ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে পরিচয়ের সময়টাতে আমি সেই মসজিদের অবৈতনিক ইনচার্জ ছিলাম। শুধু মসজিদেই নয়, যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনাই জটিল বিষয়ের অন্যতম একটি। প্রতিদিন নানারকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যার ইনসাফপূর্ণ সমাধান বের করা খুবই কঠিন। দুধের নহর সৃষ্টির চাইতে তা মোটেও সহজ নয়। মসজিদকেন্দ্রিক নানা বিষয়ে আবদুল্লাহর সঙ্গে আমার মন কষাকষি হয়েছে। আমরা উভয়েই মুসলিম ছিলাম। আমরা সরল ছিলাম। তবে চিন্তার দূরত্ব ছিল খানিকটা। অবশেষে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমাদের দূরত্বটা কেটে গেছে। কারণ, একজন খোদাভীরু লোকের সঙ্গে প্রতিদিন কয়েকবার আল্লাহর ঘরে বসব, দেখা হবে—অথচ তার সঙ্গে থাকবে ক্ষোভ-দূরত্ব—এ কি মেনে নেয়া যায়? চূড়ান্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা ব্যতীত এ-জাতীয় সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। আমি আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার মন কষাকষির কিছু চিত্র তুলে ধরছি এখানে :

আবদুল্লাহ সাহেব সাধারণত এই মসজিদেই নামায আদায় করতেন। তাই আমার ইচ্ছা ছিল মসজিদের দায়-দায়িত্বে তিনি অংশগ্রহণ করুক। এ সুবাদেই আমি একদিন তাকে বললাম, আপনি এখন থেকে আযান দেবেন। রাজি হলেন আবদুল্লাহ সাহেব। কিন্তু একটা শর্ত জুড়ে দিলেন—আযান দেব, তবে বাইরে রাজপথে দাঁড়িয়ে!

আমি তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম, দেখুন! এই ভবনটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে আমরা সরকার বরাবর দরখাস্ত দিয়েছি। এখনো অনুমোদন পাইনি। এখানকার প্রশাসন আমাদের অনুমোদন দেয়ার পূর্বে জনগণের অভিযোগ মতামত শুনবে। তারপরই আমরা সরকারি অনুমোদন পাব। তাই এই মুহূর্তে বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দেয়াটা সমীচীন হবে না। আপনি বরং ভেতরেই আযান দিন।

তিনি মানতে নারাজ। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনি এখানকার সমস্যাগুলো হয়তো জানেন না। আমাদের এখানে জনগণ, স্থানীয়